ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে 'কোভিড-১৯' কালীন বিদেশ প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসন কর্মসূচি :

১.	প্রস্তাবিত কর্মসূচির নাম	:	'কোভিড-১৯' কালীন বিদেশ প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসন কর্মসূচি।
২.	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা	:	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।
৩.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪.	প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল	:	০১ এপ্রিল ২০২১ – ৩১ মার্চ ২০২২।
৫.	প্রস্তাবিত কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা	:	উদ্দেশ্য:

(ক) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের পুনর্বাসন করা।
(খ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণে সহায়তা করা।
(গ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
(ঘ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের পরিবারের টেকসই উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
(ঙ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।
(চ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করা।
(ছ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
(জ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের বিদেশে অর্জিত দক্ষতা জ্ঞান কাজে লাগানো।
(ঝ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় কাজের গুণগত মান উন্নয়ন করা।
(ঙ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অধিক দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা।
(চ) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের জন্য সাইকো সোশ্যাল সার্পোটের সুযোগ সৃষ্টি করা।

যৌক্তিকতা:

প্রবাসী বাংলাদেশি নারী কর্মীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের প্রেরিত রেমিটেন্স অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে দেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান রাখছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী এবং তাঁর পবিবারের জন্য নানামূখী কল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবাসীদের অর্থবহ এবং টেকসই কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি 'কোভিড-১৯' কালীন প্রত্যাগত নারী কর্মীদের পুনর্বাসন কর্মসূচি। তাদের অধিক পরিমাণে রেমিটেন্স প্রেরণে উৎসাহিত করবে। বিদেশে অবস্থান করার কারণে দেশে ফেরত আসার পর দেশের কর্মসংস্থানের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়া তাদের জন্য

অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থানের সাথে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদেরকে মনোসামাজিক (Psychosocial) অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। বিদেশে অর্জিত দক্ষতার মাধ্যমে কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া প্রত্যাগত কর্মীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমান বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে তাদের টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৬. মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রস্তাবিত কর্মসূচির সংশ্লিষ্টতা : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ হলো স্বল্পব্যয়ে বিদেশে কর্মী প্রেরণ নিশ্চিত করা এবং অভিবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করা। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ৮ এর ৩-এ দেশে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সুরক্ষা ও পুনর্বাসন করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত আইনের অনুচ্ছেদ ৯(খ)-তে দেশে প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৭. প্রস্তাবিত কর্মসূচির আওতায় গৃহিতব্য কার্যক্রমসমূহের (Activities) সম্ভাব্য ফলাফল (Output) :

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা
১। নির্দেশক-ক	তথ্য যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্তকরণ	কর্মসূচির আওতায় 'কোভিড-১৯' কালীন বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের তথ্য যাচাই-বাছাই, চূড়ান্তকরণ, প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ করা হবে এবং এককালীন প্রণোদনা প্রদান।
২। নির্দেশক-খ	প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ	
৩। নির্দেশক-গ	প্রণোদনা প্রদান	

৮. প্রস্তাবিত কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়: **২,১০,৮৩,০০০/- (দুই কোটি দশ লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা)** মাত্র।

৯. মোট কর্মসূচি ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস*: (লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিকগ্রুপ	ব্যয়	মোট কর্মসূচি ব্যয়ের শতকরা অংশ	মন্তব্য
তথ্য যাচাই-বাছাই ও চুড়ান্তকরণ	১২,৭১,০০০/-	৬.০৩%	'কোভিড-১৯' কালীন ৬২টি জেলার বিদেশ প্রত্যাগত ৯৫০ জন নারী কর্মীকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০,০০০/- টাকা করে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান। (হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক হতে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত ৯৫০জন)
প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ	৩,৭২,০০০/-	১.৭৬%	
প্রণোদনার পরিমাণ	১,৯০,০০,০০০/-	৯০.১২%	
প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠান	২,৭৯,০০০/-	১.৩২%	
আনুষঙ্গিক	১,৬১,০০০/-	০.৭৬%	
মোট =	**২,১০,৮৩,০০০/-**	**১০০%**	

* সংযোজনী-খ এ প্রদত্ত ছকে অর্থনৈতিক কোডওয়ারি বার্ষিক ব্যয় বিভাজন প্রদান করতে হবে।

১০. মোট কর্মসূচি ব্যয়ের বছরওয়ারি বিভাজন ও ব্যয় পকিল্পনা:

(লক্ষ টাকায়)

	ব্যয় পরিকল্পনা
প্রান্তিক	
মোট ব্যয় =	**২,১০,৮৩,০০০/-**

মোট বরাদ্দের শতকরা হার =	১০০%

১১. কর্মসূচির আওতায় সৃষ্টির জন্য প্রস্তাবিত পদসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত পদের নাম	সংখ্যা	বেতনস্কেল	দায়িত্ব
১	২	৩	৪	৫
-	-	-	-	কর্মকর্তা/কর্মচারি নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।
-	-	-	-	

* সকল পদ অতিরিক্ত দায়িত্বে/প্রেষণে পূরণ করতে হবে।

১২. কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) : স্টেশনারী, প্রিন্টিং, ডকুমেন্টেশন ও বাৎসরিক প্রতিবেদন ব্যতিত অন্য কোন সংগ্রহের প্রয়োজন নেই।

১২.১ অফিস সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি : **প্রযোজ্য নয়।**

ক্রমিক নং	সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতির বিবরণ	প্রস্তাবিত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব খাতে সংগৃহিত অনুরুপ সরঞ্জামের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন খাতে সংগৃহিত অনুরুপ সরঞ্জামের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

১২.২ পরামর্শক : **প্রযোজ্য নয়।**

পরামর্শক পদের নাম	পরামর্শকের সংখ্যা	জন মাস	মাসিক সম্মানী	কাজের বিবরণ
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

১২.৩ নির্মাণ* : **প্রযোজ্য নয়।**

নির্মাণ কাজের ধরণ (অফিস ভবন/আবাসিক ভবন/সড়ক/অন্যান্য	মোট আয়তন (বর্গফুট)	মোট নির্মাণ ব্যয়	প্রতি বর্গফুটের নির্মাণ ব্যয়	প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় (রাস্তার ক্ষেত্রে)	মন্তব্য
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

* বিস্তারিত প্ল্যান (নকশা) এবং প্রাক্কলন পৃথকভাবে সংযোজন করতে হবে।

১৩. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য : **প্রযোজ্য নয়।**

প্রশিক্ষণের ধরণ	মেয়াদ	স্থান	ব্যয়	যৌক্তিকতা
-	-	-	-	-

৯৮

১৪. আইটেমওয়ারি আর্থিক (Financial) ও ভৌত (Physical) লক্ষ্যমাত্রা (সংযোজনী-গ এ প্রদর্শিত ছকে বিবরণ প্রদান করুন)।

১৫. প্রস্তাবিত কর্মসূচি এক বছর মেয়াদে 'কোভিড-১৯' কালীন ৬২টি জেলার বিদেশ প্রত্যাগত ৯৫০ জন নারী কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ২০,০০০/- টাকা করে পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এককালীন পুজি যোগান দেয়া হবে।

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের সুপারিশসহ স্বাক্ষর ও সীল

প্রস্তাবিত কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বিস্তারিত বাজেট কোড (১৩ ডিজিট)	আইটেম	মোট	মোট কর্মসূচি ব্যয়ের শতকরা অংশ
-	তথ্য যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্তকরণ	১২,৭১,০০০/-	৬.০৩%
-	প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ	৩,৭২,০০০/-	১.৭৬%
-	প্রণোদনার পরিমাণ	১,৯০,০০,০০০/-	৯০.১২%
-	প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠান	২,৭৯,০০০/-	১.৩২%
-	আনুষঙ্গিক	১,৬১,০০০/-	০.৭৬%
	সর্বমোট =	**২,১০,৮৩,০০০/-**	**১০০%**

বছরওয়ারী ভৌত এবং আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

কর্মসূচির নাম : ‘কোভিড-১৯’ কালীন বিদেশ প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসন কর্মসূচি।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম : ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বাজেট খাত	অর্থনৈতিক কোর্ড	সর্বমোট ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা				প্রথম বছর			দ্বিতীয় বছর			তৃতীয় বছর		
		পরিমাণ	অঙ্গভিত্তিক ব্যয়	সর্বমোট ব্যয়	Weight (ওয়েট)	আর্থিক	ভৌত		আর্থিক	ভৌত		আর্থিক	ভৌত	
							অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয়	কর্মসূচির শতকরা ব্যয়		অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয়	কর্মসূচির শতকরা ব্যয়		অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয়	কর্মসূচির শতকরা ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ক) রাজস্ব ব্যয়														
(খ) মূলধন ব্যয়														
সর্বমোট ব্যয় (ক+খ)														

$$\text{প্রত্যেক অঙ্গের Weight (ওয়েট)} = \frac{\text{প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয়}}{\text{সকল ভৌত অঙ্গের সর্বমোট ব্যয়}}$$

$$\text{ভৌত অঙ্গভিত্তিক শতকরা ব্যয়} = \frac{\text{প্রত্যেক বছরের পরিমাণ/সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা}}{\text{কর্মসূচির মেয়াদে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সর্বমোট পরিমাণ/সংখ্যা}} \times ১০০$$

$$\text{কর্মসূচির ভৌত শতকরা ব্যয়} = \text{প্রত্যেক অঙ্গের Weight (ওয়েট)} \times \text{অঙ্কের শতকরা হার}$$

কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

(ক) অর্থ ব্যবহার:

	ব্যয় পরিকল্পনা												প্রকৃত ব্যয়*											
	১ম বছর				২য় বছর				৩য় বছর				১ম বছর				২য় বছর				৩য় বছর			
প্রান্তিক	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
মোট বরাদ্দের শতকরা হার																								

** প্রান্তিক ভিত্তিক প্রকৃত ব্যয় ১৫% এর কম হলে পৃথকভাবে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।*

(খ) বাস্তব অগ্রগতি:

অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের	মূল পরিকল্পনা**												প্রকৃত অর্জন***											
	১ম বছর				২য় বছর				৩য় বছর				১ম বছর				২য় বছর				৩য় বছর			
প্রান্তিক	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
১।																								
২।																								
৩।																								
৪।																								

*** পরিমাপের যথাযথ একক নির্ণয় করতে হবে।*

**** প্রান্তিক ভিত্তিক প্রকৃত অর্জন ১০% এর কম হলে পৃথকভাবে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।*

(গ) প্রাক্কলিত ফলাফল (Output Target):

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অর্জন		
		১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর
১। নির্দেশক-ক							
২। নির্দেশক-খ							
৩। নির্দেশক-গ							